

শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে মহাকরণে পর্যালোচনা বৈঠক

শিক্ষাঙ্গন হতে হবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন : মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আজ মহাকরণে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে বিদ্যালয় শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা এবং সমগ্রশিক্ষা অভিযানের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যেমন উঠে আসে, তেমনি গুণগত শিক্ষার জন্য যথাযথ মনিটরিং এবং মূল্যায়নের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, শিক্ষাঙ্গন হতে হবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বিদ্যালয়ের শৌচাগার সহ সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পুর সংস্থা মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করায় তিনি তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এতে শ্রমদিবসের ভিত্তিতে চার হাজারের বেশি লোক কাজের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি প্রতিটি জেলাতেই অন্তত একটি করে মডেল স্কুল গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন তিনি। এতে অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও মডেল স্কুলে গিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করতে পারবে এবং অনুপ্রাণিত হতে পারবে। শিক্ষা দপ্তরের স্মার্ট ক্লাস কর্মসূচিকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মাধ্যমিক ও দ্বাদশে অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা যেন বিদ্যালয়ে গিয়ে পুনরায় শিক্ষা নিতে পারে সেজন্য তাদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করার বিষয়েও শিক্ষা দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এতে তারা স্কুলছুট হবে না এবং পরের বছর পাশ করতে পারবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজের কাছাকাছি স্থানে হোস্টেল চালু করার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। এদিনের বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, মুখ্যসচিব ইউ. ভেঙ্কটেশ্বরলু উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। শিক্ষা দপ্তরের মূল করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে সচিব গুণগত শিক্ষার জন্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করেন। ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষা দপ্তর যে যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের সভায় অনুপূঙ্খ আলোচনা করা হয়। তার মধ্যে এন সি ই আর টি-র সিলেবাস অনুবাদ করে শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এই সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩১,২৬৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। বিদ্যালয় শুরুর সময়সূচির পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, ৩,২০১টি সিঙ্গেল শিফট বিদ্যালয়ের সময়সূচি পরিবর্তন করে সকাল আটটা থেকে বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। স্বচ্ছ বিদ্যালয় স্বচ্ছগ্রাম কর্মসূচি সম্পর্কে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সচিব জানান, প্রতিটি বিদ্যালয়েই শৌচাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যুতায়নের জন্য বৈঠকে আলোচনা করা হয়। সচিব জানান, ২,৫৪৫টি বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়নের জন্য সমগ্র শিক্ষা অভিযানে ২৯ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষনস্তর উন্নয়নে শিক্ষা দপ্তরের কর্মসূচি নতুন দিশা নিয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এই সম্পর্কে সমগ্রশিক্ষা অভিযানের প্রকল্প অধিকর্তা তনুশ্রী দেববর্মা জানান, ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ২৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে একটি সার্ভে করার পর তুলনামূলকভাবে দুর্বল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে ফোকাস সিলেবাস চালু করা হয়। এই সিলেবাস অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠরত ক্লাসের সিলেবাসের সাথে সাথে নীচের ক্লাসের বিভিন্ন বিষয় যা পূর্বতন ক্লাসে শিখতে পারেনি তা শেখার সুযোগ থাকছে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন দিশার কর্মসূচির আওতায় থাকছে। এই কর্মসূচিতে ২২০ জন কী রিসোর্সপার্সনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৭,৮৪২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৪,৪৩৬টি বিদ্যালয়ে সামার ক্যাম্প করে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত পাঠ দেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সক্ষম ত্রিপুরা কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই কর্মসূচিতে ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এজন্য শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ সভায় অবগত করেন। আলোচনায় রাজ্যে পি পি পি মডেলে আরও সাতটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের বিষয়টি উঠে আসে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আলোচনায় রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উচ্চশিক্ষা দপ্তরে নতুনভাবে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে তিনি বৈঠকে অবগত করেন। তার মধ্যে জেনারেল ডিগ্রী কলেজগুলিতে প্লেসমেন্ট সেল চালু করা, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে অনলাইন এডমিশন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল রেভিনিউ জেনারেশন ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। এদিনের সভায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা, টি টি এ এ ডি সি-র শিক্ষা বিভাগের প্রধান আধিকারিক অমরদীপ দেববর্মা, বিশেষ সচিব অপূর্ব রায় ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।